ATMADEEP

An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)
Volume- II, Issue-IV, March, 2026, Page No. 1828-1834
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.2.issue.04W.406

বিশ শতকের বাংলা উপন্যাসে আঞ্চলিকতা ও রেল: উত্তর ঔপনিবেশিক প্রেক্ষিত

সঙ্গীতা চ্যাটার্জী, *গবেষক, বাঁকুড়া বিশ্ববিদ্যালয়, বাঁকুড়া, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 23.03.2026; Accepted: 30.03.2026; Available online: 31.03.2026
©2026 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

During the colonial era, the railway emerged as one of the primary vehicles of modernity. Far from being merely a mode of transportation, the railway played a pivotal role in the restructuring of India's regional culture and society. Among the diverse genres found within the tradition of the Bengali novel, the 'regional novel' stands out as a distinct category. This study delineates the evolution of the twentieth-century Bengali novel, situated against the backdrop of regionalism and the railway. It presents a comparative analysis of the railway's role within regional contexts—contrasting its significance during the colonial period with that of the post-colonial era. Furthermore, the discussion explores the profound interrelationship between regional culture, the railway, and the broader discourse of post-colonialism.

Keywords: Railway, Society, Bengali novel, Twentieth-century, colonial period, post-colonial.

পৃথিবীতে সাহিত্য সংস্কৃতি নির্বিশেষে বিভিন্ন তত্ত্বের উদ্ভব ঘটেছে। তাছাড়াও সমাজ, রাজনীতি, অর্থনীতি প্রভৃতি নানান ক্ষেত্র বিশেষে তত্ত্বের অন্ত নাই। প্রাচ্য -পাশ্চাত্যে এই দুই ধারাতেই যার প্রমাণ পাওয়া যায়। বস্তুত এমনই একটি মৌলিক দর্শন হলো উত্তর- ঔপনিবেশিক তত্ত্ব। ঔপনিবেশিক সংস্কৃতির পাল্টা হিসাবে যার উৎপত্তি। মূলত ১৯৬১ খ্রিস্টাব্দে Frantz Fanon এর লেখা 'The Wretched of the Earth' বইটির মধ্য দিয়েই উত্তর ঔপনিবেশিক তত্ত্বের যাত্রাপথ শুরু হয়। বিশেষ করে উপনিবেশিক শাসনের অধীন দেশগুলোর শিল্প ও সংস্কৃতির পাল্টা স্রোত থেকেই যেহেতু প্রধান ভাবে এই উত্তর ঔপনিবেশিকতাবাদের জন্ম হয়, তাই সেই পরাধীন দেশ গুলির সাংস্কৃতিক আবর্তের মধ্যেই জারিত হতে শুরু করেছিল এই নবভাবনার প্রাক্ লগ্ন। যে প্রাক্ লগ্নের চিত্র পরিলক্ষিত হয় ভারতীয় তথা বঙ্গ শিল্প সংস্কৃতির ধারায়। কবিতা, গল্প, নাটক, প্রবন্ধ, পত্রসাহিত্য, চিত্রকলা, সংগীত, ভাস্কর্য, স্থাপত্য, এই সমস্ত শিল্প নির্বিশেষে উপনিবেশবাদকে অতিক্রম করার একটা প্রয়াস লক্ষ্য করা যায় বাংলার সাংস্কৃতিক পটভূমিতে। বিশেষ করে আঞ্চলিক উপন্যাসের আখ্যান গুলিতে বিষয় ও শৈলীর উপস্থাপনায় উত্তর ঔপনিবেশিক চিন্তা চেতনার একটা ব্যাপক মুখ ও মুখোশ হয়ে দাড়ায় বাংলা ভাষায় রচিত বিভিন্ন আঞ্চলিক উপন্যাস গুলি। উত্তর

ঔপনিবেশিক চিন্তাধারা ও বাংলা উপন্যাসে আঞ্চলিকতা যেন হয়ে ওঠে একটা কয়েনের দুটি পিঠ অর্থাৎ একে অপরের সাথে প্রত্যক্ষভাবে সম্পর্কযুক্ত।

উনিশ শতকে বাংলা উপন্যাস সাহিত্যের যাত্রা শুরু, তখন ইংরেজ শাসনের কাল ও বাংলা উপন্যাস যাত্রায় ছিল ইউরোপীয় সাহিত্যের প্রভাব। উনিশ শতকের উপন্যাসিকদের রচনায় বাংলা উপন্যাসের শিকড় সন্ধান পাওয়া গেলেও তা ছিল ইউরোপীয় সাহিত্যিকদের দ্বারা প্রভাবিত। তারা বাংলা উপন্যাস সাহিত্যে যে যুগের সূচনা করেছিলেন তার বিরুদ্ধে চূড়ান্ত প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত হয় কল্লোল যুগে। এই সময় থেকে উত্তর উপনিবেশিক পর্বের সূত্রপাত ঘটে। এই পরিবর্তনীয় ভাবধারায় বাংলা উপন্যাসে উচ্চবিত্ত ও মধ্যবিত্ত জীবনের পরিধিকে অতিক্রম করে সংখ্যাগরিষ্ঠ নিম্নবর্গের মানুষের উপস্থিতি পরিলক্ষিত হয়। ঠিক এই সময় থেকেই উত্তর ঔপনিবেশিক পর্বের সূত্রপাত ঘটে। বিশেষভাবে উপনিবেশিক শাসনের সুফল হিসাবে উদ্ভূত রেল ক্রমশ আঞ্চলিকতার একটা বিশেষ আকর হয়ে দাঁড়ায়।

আঞ্চলিক সংস্কৃতি ও রেল: উত্তর ঔপনিবেশিক তত্ত্বের সংযোগ সূত্র

আলোচনার শুরুতেই আঞ্চলিক উপন্যাস বলতে ঠিক কী বোঝায়, কতটুকুই বা তার পরিসর এই বিষয়টিকে জানা আবশ্যিক। 'বঙ্গ সাহিত্যে উপন্যাসের ধারা' গ্রন্থে আঞ্চলিক উপন্যাসের সংজ্ঞা প্রসঙ্গে ড.শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন,

> "এই জাতীয় উপন্যাসের বৈশিষ্ট্য হল অপরিচয়ের রহস্যমণ্ডিত সুদূর ভৌগোলিক ব্যবধানে অবস্থিত কোন অঞ্চলের বিশিষ্ট জনপ্রকৃতি, সামাজিক রীতিনীতি ও ধর্মবিশ্বাস সংস্কারের ব্যাপারে চিত্রাংকন অথবা কোন বিশেষ ধরনের বুদ্ধিজীবী গোষ্ঠীর বিশিষ্ট জীবনবোধে পরিস্ফুট। আঞ্চলিক সাহিত্যের সংজ্ঞা নির্দেশ কিছুটা দুরহ। পরিবেশ সাধারণত সকল মানুষের মনের উপরই প্রভাবশীল। মানবজীবন লীলার স্বাধীন ছন্দও উহার নিগূঢ়, কখনো দুর্নিরিখ্য নিয়ন্ত্রণের চিহ্ন বহন করিয়া থাকে।"[১]

অর্থাৎ একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলের বিশিষ্ট ভূপ্রকৃতি সহ সেখানে বসবাসকারী মানুষজনের জীবনচর্চা অর্থাৎ তাদের জীবন জীবিকা, আচার-আচরণ, রীতি পদ্ধতি, বিশ্বাস সংস্কার, লোকাচার- লোকরুচি বিশিষ্ট ধর্ম বিশ্বাস, বিশিষ্ট পোশাক–পরিচ্ছদ, খাদ্য তালিকা ও খাদ্যাভ্যাস, নিজস্ব ভাষা প্রভৃতি বিষয়গুলি একত্রিতভাবে প্রকাশিত হয়ে এক ধরনের আঞ্চলিক রং বা লোকাল কালার প্রকাশ করে নির্দিষ্ট অঞ্চলটি একটি গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র হয়ে উঠলে সেই আখানধর্মী রচনাটিকে আমরা আঞ্চলিক উপন্যাস বলতে পারি।

বাংলা উপন্যাসে এই আঞ্চলিকতার অন্যতম আশ্রয় হয়ে ওঠে রেল, রেলের পটভূমি। দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান ঘটিয়ে বাংলায় রেল চালু হয় ১৮৫৪ সালের ১৫ই আগস্ট। বস্তুত রেলকে কেন্দ্র করে জনগণের পাশাপাশি সাহিত্যের মধ্যেও একটা উন্মাদনা লক্ষ করা যায়। রেল কেন্দ্রিক অঞ্চল, রেল শহর, রেল কেন্দ্রিক মানুষের জীবন জীবিকা রেলের প্রেক্ষিতে বদলে যাওয়া সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যে রেল হয়ে ওঠে স্বতন্ত্র। উপনিবেশিক চেতনাকে কাটিয়ে সাধারণ নিম্নবর্গের জীবনাচরণের মাধ্যমে রেলমাধ্যম শুধুমাত্র যোগাযোগ ও অর্থনৈতিক উন্নতির বাহন হিসাবেই সীমাবদ্ধ থাকেনি, সেই পটভূমিতে সচেতন ও অবচেতন স্তরে পরিলক্ষিত হয় উত্তর ঔপনিবেশিক দর্শন এর বিষয় ও বৈশিষ্ট্য। উত্তর ঔপনিবেশিক তত্ত্ব ও আঞ্চলিক উপন্যাসের ধারা একে অপরের পরিপূরক হয়ে উঠেছে। এই পরিপূরক সম্পর্কের বিষয়টি কয়েকটি বৈশিষ্ট্যের নিরিখে আরো বেশি সুদৃঢ় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

আমাদের জাতীয়তাবাদী ইতিহাস চিন্তা উচ্চ বর্গীয় এলিট শ্রেণীর তাই সমাজের উচু তলার মানুষেরাই একসময় শুধু ইতিহাসের পাতায় স্থান করে নিয়েছে। উত্তর ঔপনিবেশিক পর্বে ক্রমশ নিম্নবর্গের মানুষদের নিয়েও ইতিহাস ও সাহিত্যচর্চার ধারা লক্ষ করা যাচ্ছে। এমনকি সাহিত্যেও প্রধান চরিত্ররূপে স্থান পাচ্ছে এই নিম্নবর্গের মানুষরা। আঞ্চলিক উপন্যাসের চরিত্রগুলি ও অনুন্নত শ্রেণীর তাদের পুঁথিগত শিক্ষা দীক্ষাও থাকে না তেমন, এদের ওপর সেই নির্দিষ্ট অঞ্চলের সংস্কৃতি ও প্রকৃতির অমঘ প্রভাব লক্ষ করা যায়। উত্তর ঔপনিবেশিক চর্চার এই ভাবধারা প্রধান হয়ে দাঁড়িয়েছে অঞ্চলগত উপন্যাস গুলির কাহিনি চরিত্র ও পটভূমিজুড়ে।

ঔপনিবেশিক পর্বে রচিত উপন্যাস গুলিতে দেখি মানুষ খাদ্যাভ্যাস ও পোশাক পরিচ্ছেদে শাসক শ্রেণীর অন্ধ অনুকরণ করেছে। কিন্তু উত্তর ঔপনিবেশিক পর্বে এই অন্ধ অনুকরণ কে কাটিয়ে ওঠার একটা প্রবণতা লক্ষ করা যায়। যার প্রতিফলন ঘটে আঞ্চলিক উপন্যাস গুলিতে।

উত্তর ঔপনিবেশিক পর্বে উপন্যাসিকরা আঞ্চলিক ভাষায় উপন্যাস রচনা করতে শুরু করলেন। আঞ্চলিক ব্যাকরণ, শব্দ, উচ্চারণের প্রয়োগই হয়ে উঠলো এই সময়ের রচিত আঞ্চলিক উপন্যাস গুলির প্রধান উপকরণ।

সংস্কৃতির সমন্বয় উত্তর উপনিবেশিক কাল পর্বের একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য। আঞ্চলিক উপন্যাস গুলিতে ভিন্ন সংস্কৃতির সমন্বয় লক্ষ করা যায়।

বাংলা উপন্যাস সাহিত্যের নিম্নবর্গের মানুষের আখ্যান নির্মাতা তিন বন্দোপাধ্যায়ের রচিত বিভিন্ন উপন্যাস গুলিতে একাধিক আঞ্চলিক উপাদান পাওয়া যায় যা উত্তর ঔপনিবেশিক পর্বের বৈশিষ্ট্য গুলির ধারক ও বাহক তারাশঙ্কর বন্দোপাধ্যায় রচিত ‘কবি’ উপন্যাসটি যে কারণে বিশিষ্ট হয়ে ওঠে তা হল অস্পৃশ্য ডোম বা দলিত জনগোষ্ঠীর থেকে কবি নির্মাণ। অন্যদিকে তার ‘গণদেবতা’ উপন্যাসে রেল প্রেক্ষিতে অনিরুদ্ধ কর্মকারের জীবিকার রদবদলের কাহিনি, ‘হাঁসুলী বাঁকের উপকথা’ উপন্যাসে রেল প্রেক্ষিতে জীবিকার বিবর্তন চিত্র, কাহার সমাজের মানুষের আখ্যানের মধ্য দিয়ে ফুটে উঠেছে।

আঞ্চলিকতা ও রেলের পটভূমিতে বিশ শতকের বাংলা উপন্যাসের ক্রমানতর ও তার স্বরূপ সন্ধান: সমগ্র বিশ্বে একটি জনপ্রিয় সাহিত্য শাখা হল উপন্যাস। সাহিত্যে উপন্যাস আবির্ভাবের সময় থেকে আজ পর্যন্ত নানা বিবর্তন ঘটেছে। উপন্যাসের রূপান্তর হয়েছে। বিবর্তনের ধারা বেয়ে উপন্যাসের নানা শ্রেণীবিভাগ তৈরি হয়েছে তার মধ্যে অন্যতম হল আঞ্চলিক উপন্যাস। গতানুগতিক উপন্যাসের স্বাদ পরিবর্তিত হয়ে পাঠকমনে নানা কৌতূহলের সূচনা হল। ইংরেজি সাহিত্য তথা বিশ্ব সাহিত্যে প্রথম আঞ্চলিক উপন্যাস লেখেন আইরিশ লেখিকা মারিয়া এজওয়াথ। পরবর্তীকালে এলিজাবেথ গ্যাসকেল, জর্জ এলিয়ট, রিচার্ড ব্ল্যাক মোর, টমাস হার্ডি প্রভৃতি স্বনামধন্য উপন্যাসিকরা উপন্যাস রচনা করেন। বাংলা সাহিত্যে যথার্থভাবে আঞ্চলিক উপন্যাস রচিত হয় বিশ শতকের দুই এর দশকে। কল্লোল পর্বের দুজন ঔপন্যাসিক প্রেমেন্দ্র মিত্র ও অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত রচিত যথাক্রমে ‘পাক’ ও ‘বেদে’ উপন্যাস দুটি প্রথম বাংলা উপন্যাসের পরিচিত ছক ভেঙ্গে নির্দিষ্ট অঞ্চল ও সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষের গল্প বলে। সেই ধারা বেয়ে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, সতীনাথ ভাদুড়ীর মতো অজস্র কথাসাহিত্যিকদের আবির্ভাব ঘটে।

সার্বিকভাবে কোন বিশেষ অঞ্চলকে পটভূমি করে রচিত উপন্যাস গুলি সার্থক আঞ্চলিক উপন্যাস হিসেবে পরিগণিত হয়। যেমন তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত 'হাসুলী বাঁকের উপকথা'উপন্যাসটি শুরুই হচ্ছে নির্দিষ্ট অঞ্চলের বর্ণনার মধ্য থেকে –

> "...কোপাই নদীর প্রায় মাঝামাঝি জায়গায় যে বিখ্যাত বাঁকটার নাম হাঁসুলী বাঁক অর্থাৎ যে বাঁকটায় অত্যন্ত অল্প পরিসরের মধ্যে নদী মোড় ফিরেছে, সেখানে নদীর চেহারা হয়েছে ঠিক হাওলী গয়নার মত। বর্ষাকালে সবুজ মাটিকে বের দিয়ে পাহাড়িয়া কোপাইয়ের গিরিমাটি গোলা জলভরা নদীর বাঁকটিকে দেখে মনে হয়, শ্যামলা মেয়ের গলায় সোনার হাঁসুলি, কার্তিক অগ্রহায়ণ মাসে জল যখন পরিষ্কার সাদা হয়ে আসে তখন মনে হয় রুপোর হাসুলি। এইজন্য বাঁকটার নাম হাঁসুলী বাঁক। নদীর বেড়ের মধ্যে হাঁসুলি বাঁকে ঘন বাঁশবনে ঘেরা মোটমাট আড়াই শো বিঘা জমি নিয়ে মৌজা বাঁশবাঁদি লাট জঙ্গলের অন্তর্গত। বাঁশবাঁদির উত্তরেই সামান্য খানিকটা ধানচাষের মাঠ পার হয়ে জাঙল গ্রাম। বাঁশবাদি ছোট গ্রাম, দুটি পুকুরের চারি পাড়ে ঘর তিরিশেক কাহারদের বসতি, জাঙ্গল গ্রামে ভদ্রলোকের সমাজ– কুমার–সদ্ গোপ, চাষী নন্দগোপ এবং গন্ধবণিকের বাস, এ ছাড়া নাপিতকূল ও আছে এক ঘর,এবং তন্তুবায় দুঘর। জাঙলের সীমানা বড় হাঁসিল জমিই প্রায় তিন হাজার বিঘা, পতিত ও অনেক নীলকুঠির সাহেবদের সায়েবডাঙার পতিতই প্রায় তিন শো বিঘা।"[২]

বাংলা উপন্যাসে আঞ্চলিকতা নির্মাণের অন্যতম উপাদান রূপে উঠে আসে রেল। রেল শহর, রেল কেন্দ্রিক জীবন সংস্কৃতি, হকারদের কথা, নির্দিষ্ট রেল স্টেশনে সংলগ্ন মানুষের কথা। শহরকেন্দ্রিক রেলজীবন থেকে শুরু করে শহরতলীর স্টেশন গুলির জীবন সংকট ও রোমান্সের ডিসকোর্স নির্মিত হচ্ছে রেলকে কেন্দ্র করে। উদাহরণ হিসাবে নিমাই ভট্টাচার্যের 'ইনকিলাব', বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের 'রেলরঙ্গ', শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'চন্দনেশ্বর জংশন' প্রভৃতি উপন্যাসের কথা বলা যায় । নির্দিষ্ট রেল স্টেশনের ক্ষুদ্র পটভূমিকায় জীবনযাপনের বিচিত্র অনুভবের ডিসকোর্স নির্মিত হয়েছে উপন্যাস গুলির গঠন প্রক্রিয়ায় –

> "লাইট রেলওয়ে স্টেশনের ঠিক সামনেই নবনির্মিত একটি ছোট্ট বাংলোয় অলোকরা এসে উঠেছে। পক্ষকালের মধ্যে অলোকের শারীরিক গ্লানি দুর্বলতা দূরীভূত হয়েছে। ডা: রায়ের পিসিমা অলোককে যথেষ্ট স্নেহ করেন, সে যে তাদের কেউ নয় নতুন আলাপী বোঝবার কোন উপায় নেই। পিসিমার কথাবার্তায় মনে হয় অলোকের সঙ্গে যেন তার বহু দিনের পরিচয়, তিনি যেন তাকে শিশু কাল থেকে মানুষ করে তুলেছেন।"[৩]

বস্তুত এইভাবে বিশ শতকের বাংলা উপন্যাসে আঞ্চলিকতা ও রেল সংমিশ্রণের ধারায় পরিণত হয়েছে একক মাত্রায়।

মোটকথা রেলকে কেন্দ্র করে এভাবেই অঞ্চলগত উপন্যাসের একটি দ্বিমাত্রিক সংমিশনের ধারা গড়ে উঠেছে। আবার যে ধারা তৈরি হচ্ছে, কখনও বা রেলকে অপ্রধান করে আখ্যান নির্মাণের ধারায় কখনও বা গড়ে উঠেছে রেলকেই প্রত্যক্ষ চরিত্র করার মধ্য দিয়ে। একপ্রকার রেলই হয়ে উঠেছে উপন্যাসগুলির প্রধান নায়ক রূপ। 'রেলরঙ্গ', 'রেলকলোনি' 'রেললাইনের ধারে', 'মরিয়ম', 'ইনকিলাব', 'প্রথমপ্রহর' 'হারানো ট্রেন' প্রভৃতি উপন্যাসের আখ্যান নির্মাণের অন্যতম প্রধান চরিত্র হয়ে উঠল রেল। 'মরিয়ম' উপন্যাসের শুরুই হচ্ছে নির্দিষ্ট রেল অঞ্চলের এক কোয়ার্টারের বর্ণনার মধ্যে দিয়ে —

"রেল কোয়ার্টার আশ্বিনের সোনালী রোদে ভেজা চুল মেলে দিয়ে মরিয়ম সদ্য ঘুমন্ত ছেলের দোলনার দড়িটা মৃদু টান লাগাচ্ছিল মাঝে মাঝে, আশঙ্কা হচ্ছিল দোলা থামলেই বুঝি ছেলে জেগে ওঠে।

আনিম ধপ করে বারান্দায় রেশনের ধামাটা নামিয়ে রেখে বলল, নাও অতিকষ্টে এইটুকু পাওয়া গেল। তেল নেই, ডাল উধাও! একটা হেস্তনেস্ত না করলে হবেনা। স্বামীর মুখের দিকে চেয়ে মরিয়ম বলল খুব হয়েছে! যাও এবার গোসল করে এস। ভাত হয়ে গেছে। এত সকালে ভাত খাব না। আমাকে একটু চা করে দাও না। মিনতির সুরে গৃহিনীর মন গলল না, আবার চা? দশটার ট্রেন সেই কখন চলে গেছে। যাও গোসল করে এস বলছি।"[৪]

বস্তুত উপন্যাসের শুরুর কথাই জানান দিয়ে দিচ্ছে রেলপ্রেক্ষিতের গুরুত্বকে — রেলের পটভূমির মধ্য দিয়ে কাহিনির বুনোন কথার সূত্রকে। অর্থাৎ বিশ শতকের বাংলা উপন্যাসের যে আঞ্চলিকতার নির্মাণ ও তার প্রকাশের একটি সচেতন ধারা তৈরি হয়েছিল, সেই ধারার অন্যতম একটি আশ্রয় রূপে উঠে এসেছে রেলপ্রসঙ্গ – নির্দিষ্ট রেল অঞ্চলের প্রেক্ষাপট। একই সাথে তা যেমন আঞ্চলিক উপন্যাসের ভিন্ন ভিন্ন স্তর গুলিকে উদঘাটন করেছে তেমনি আবার রেলের কথাপ্রসঙ্গ নির্মিতি হয়েছে বিশেষ শিল্প প্রকাশের ভঙ্গিমা। কাহিনি চরিত্র পটভূমি এসবই একজোটে একটা রেলকেন্দ্রিক আঞ্চলিকতার সামগ্রিক গঠন ও বিষয়কে প্রকাশ করেছে।

বিশ শতকের বাংলা উপন্যাসের রেল প্রসঙ্গ ও আঞ্চলিকতা -:উত্তর ঔপনিবেশিক পূর্ববর্তী পর্যায়–

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রচিত 'দুর্গেশনন্দিনী' প্রকাশের মধ্য দিয়ে বাংলা উপন্যাসের যাত্রা শুরু হলেও কথাসাহিত্যে যাত্রা প্রারম্ভের অর্ধশতাব্দী অতিক্রম করলেও সেই অর্থে আঞ্চলিকতার অনুপ্রবেশ ঘটেনি। বিশ শতকের দুই এর দশকে বাংলা কথাসাহিত্যে প্রথম আঞ্চলিকতার অনুপ্রবেশ ঘটান শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়। তার সম্পর্কে অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত বলেছেন –

"....বাংলা সাহিত্যে ইনি সেই কয়লা কুঠির আবিষ্কর্তা। নিঃস্ব, রিক্ত, বঞ্চিত জনতার প্রথম প্রতিনিধি, বাংলা সাহিত্যে যিনি নতুন বস্তু নতুন ভাষা নতুন ভঙ্গি এনেছেন....।"[৫]

এছাড়াও বিশ শতকের শুরুতে যারা উপন্যাস চর্চায় এগিয়ে এসেছিলেন তাদের মধ্যে অন্যতম হলেন প্রেমেন্দ্র মিত্র। 'কালের প্রতিমা' গ্রন্থে অরুন কুমার মুখোপাধ্যায় প্রেমেন্দ্র মিত্রকে আঞ্চলিক জীবনের সবচেয়ে বড় রসস্রষ্টা তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের পূর্বসূরী বলেছেন। প্রেমেন্দ্র মিত্রের জনপ্রিয় উপন্যাস 'পাঁক' এই উপন্যাসটিতে তিনি পরিচিত কোন শহরাঞ্চল বা গ্রামীণ এলাকাকে পটভূমি না করে মূল সমাজে অবস্থান করলেও বিচ্ছিন্ন সমাজের উচ্চ সম্প্রদায়ের চোখে অবহেলিত অস্পৃশ্য মুচিপাড়া কে বেছে নিয়েছেন। কালাচাঁদ, নেত্য, পাঁচী, আহ্লাদীর মত বস্তির মানুষজনের প্রতিনিধিত্ব করেছে। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের লেখা 'বেদে', মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত 'পদ্মা নদীর মাঝি' জনপ্রিয় আঞ্চলিক উপন্যাস গুলির অন্যতম।

আবার বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত 'আরণ্যক' উপন্যাসটি লবটুলিয়া,বইহার, ফুলকিয়া, প্রভৃতি অঞ্চলের অরণ্য প্রকৃতি ও মানুষের জীবনযাত্রা অবলম্বনে রচিত। উপন্যাসটির বিজ্ঞাপন অংশে বলা হয়েছে,-

"আরণ্যক এর পটভূমি সম্পূর্ণ কাল্পনিক নয়, কুশী নদীর অপর পাড়ে এরূপ দিগন্ত বিস্তর অরণ্য প্রান্তর পূর্বেও ছিল এখনো আছে। দক্ষিণ ভাগলপুর ও গয়া জেলার বন পাহাড় তো বিখ্যাত।"[৬]

ত্রয়ী বন্দ্যোপাধ্যায়ের অন্যতম তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় কে আঞ্চলিক উপন্যাসের স্রষ্টা বলা যেতে পারে। তার রচিত 'ধাত্রী দেবতা', 'গণদেবতা', 'পঞ্চগ্রাম', সর্বোপরি 'কবি' উপন্যাসটিকে আঞ্চলিক উপন্যাসের খনি বলা যেতে পারে। বিশ শতকের প্রথমার্ধে একেবারেই শেষে আরো একটি উল্লেখযোগ্য আঞ্চলিক উপন্যাস হল সতীনাথ ভাদুড়ি রচিত 'ঢোঁড়াই চরিত মানস'।

আবার জ্যোতির্ময়ী দেবী রচিত 'এপার গঙ্গা ওপার গঙ্গা' উপন্যাসটিতে রেলের প্রেক্ষাপটে ভিন্ন সংস্কৃতির (শিখ, পাঞ্জাবি, মারাঠী, বিহারী, বাঙালি) মানুষের মিলন ঘটেছে, সংস্কৃতির আদান-প্রদান ঘটেছে। ট্রেনের একটি নির্দিষ্ট কামরা যা আঞ্চলিকতার মাত্রা রূপে পরিগণিত হয়েছে। তেমনি আবার আঞ্চলিক উপন্যাসের সংকীর্ণ গন্ডিকে অতিক্রম করেছে রেল প্রেক্ষিত।

এইভাবে লক্ষ করলে দেখতে হবে পাব উত্তর উপনিবেশিক তত্ত্ব আবিষ্কারের অনেক পূর্বেই বিশ শতকের বাংলা উপন্যাসের মধ্যে তার একটা ব্যাপক প্রভাব পরিলক্ষিত হয় উত্তর ঔপনিবেশিক চেতনায় যেভাবে অন্ত্য বর্গের জীবনচর্চার একটা ব্যাপক পরিধি গড়ে ওঠে সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে একটু গভীরভাবে অনুধাবন করলেই আমরা দেখতে পাবো উক্ত তত্ত্ব আবির্ভাবের আগেই নিম্ন বর্গীয় চিন্তা চেতনার বীজ রোপিত হয়েছিল বাংলা উপন্যাসের পৃষ্ঠায়।

বিশ শতকের বাংলা উপন্যাসের রেল প্রসঙ্গ ও আঞ্চলিকতা : উত্তর ঔপনিবেশিক পর্ব : বিশ শতকের বিশের দশকে বাংলা গল্প উপন্যাসে যে আঞ্চলিকতার সূত্রপাত ঘটে, ছয়ের দশকের পরবর্তী সময়ে অর্থাৎ উত্তর ঔপনিবেশিক সময়কালে তা চরমসীমায় পৌঁছায়। বিশেষ করে ভারতীয় তথা বাংলা পরিপ্রেক্ষিতে স্বাধীনতা লাভের পর চিন্তা চেতনাকে সরিয়ে দেশীয় ভাবধারায় সংস্কৃতি চর্চার উদ্যোম আরও বেশি করে পরিলক্ষিত হয়। সেই চেতনার মধ্যেই আরও ঘৃতাহুতি দান করে উত্তর ঔপনিবেশিক তত্ত্বের আগমন। একদিকে যেমন ইতিহাস চর্চা, শিল্পচর্চা, ভাষা চর্চা, নির্বিশেষে বিভিন্ন দিকে এই উত্তর ঔপনিবেশিক ভাবনার একটা ব্যাপকতর প্রভাব লক্ষ করা যায়, তেমনভাবেই সাহিত্যের বিভিন্ন আঙিনায় তার ছাপ পড়ে। বিশেষ করে বাংলা ভাষায় রচিত আঞ্চলিক উপন্যাসের প্রকরণে এই তত্ত্বের প্রভাব আরো গভীরতর রূপ ধারণ করে। নারীবাদী চেতনা, নিম্নবর্গীয় মানুষের জীবন চর্চা, আঞ্চলিক সংস্কৃতি ও ভাষা চর্চার একটা বৃহৎ ক্ষেত্র হয়ে দাঁড়ায় আঞ্চলিক উপন্যাস গুলি। পাশাপাশি রেলও হয়ে ওঠে তার অন্যতম একটা আকর উপাদান।

উত্তর ঔপনিবেশিক সময়কালে রচিত বিভিন্ন উপন্যাসের আখ্যান নির্মাণে রেল হয়ে উঠেছে অন্যতম উপাদান ও চরিত্র। উপন্যাসের বুননে অন্যতম জায়গা করে নিয়েছে রেল। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় রচিত 'পূর্ব-পশ্চিম' উপন্যাসে আমরা দেখি –

> "রাত সাড়ে নটায় ট্রেন থেকেই প্রতাপ বেরিয়ে পড়ার জন্য তারা দিচ্ছেন। হাওড়া স্টেশনে পৌঁছাতে ঘন্টা দেড়েক লাগবে, আগে ভাগে গিয়ে ট্রেনে জায়গা দখল করতে হবে। কিন্তু মমতার খুঁটিনাটি কিছুতেই শেষ হয় না.... "[৭]

মোহিতোষ বিশ্বাস রচিত 'উচ্ছিন্ন পরবাস' উপন্যাসটিতে রেল সকল মানুষের অন্যতম প্রধান আশ্রয়ে পরিণত হয়েছে। রেলকে কেন্দ্র করে অতি সাধারণ মানুষের জীবন জীবিকার প্রতিচ্ছবি ফুটে উঠেছে উপন্যাসিকের বর্ণনায়-

> "দূর মফস্বল উজিয়ে ট্রেন আসে। নিহতই সে ট্রেন যাত্রীবাহন ক্ষমতার ঊর্ধ্ব সীমারেখা অতিক্রান্ত। কেরানী বাবু, শিক্ষক, ছাত্র, ব্যবসায়ী, ভবঘুরে ভিখারী হরেক ধান্দায় কর্মকাণ্ডের এক বিশাল প্রবাহ..."[৮]

রমাপদ চৌধুরীর 'স্বজন' উপন্যাসটিতে রাঁচি পালামৌ হাজারীবাগের কয়লা খনি অঞ্চলকে কেন্দ্র করে রচিত। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রেক্ষাপটে রচিত এই উপন্যাসটিতে খনি অঞ্চলের শ্রমিকদের জীবন সংকটের আখ্যান নির্মিত হয়েছে রমাপদ চৌধুরীর কলমে। এই পর্বের আরও এক জনপ্রিয় ঔপন্যাসিক মহাশ্বেতা দেবী ইতিহাসের বিনির্মাণ ঘটিয়েছেন তার কালজয়ী উপন্যাস 'অরণ্যের অধিকার' আখ্যানটির মধ্যে। নিম্ন শ্রেণীর মানুষের জীবন সংকটের সুনিপুন রূপায়ণ ঘটিয়েছেন এই উপন্যাসটিতে। ঔপনিবেশিক চেতনার বিরুদ্ধে পরিপন্থী এক বিকল্প ভাবনার পরিচায়ক হয়ে যায় 'অরণ্যের অধিকার'।

অর্থাৎ ইতিবাচক ও নেতিবাচক উভয় দিক থেকেই রেল হয়ে উঠেছে উত্তর ঔপনিবেশিক চিন্তা প্রকাশের অন্যতম প্রধান আশ্রয় স্বরূপ,কখনো নির্দিষ্ট রেল অঞ্চলের সীমার মধ্যে কখনো আবার সেই নির্দিষ্ট পরিধিকে ছাড়িয়ে আঞ্চলিকতারও নতুন মাত্রা যোগ করেছে রেল।

তথ্যসূত্র:

১. বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীকুমার। বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা। মর্ডান বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, প্রথম প্রকাশ, মাঘ ১৩৪৫, পৃ. ৭২৭।

২. বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর। হাঁসুলী বাঁকের উপকথা। বেঙ্গল পাবলিশার্স লিমিটেড, ষষ্ঠ সংস্করণ, আশ্বিন ১৩৬৬, পৃ. ১।

৩. দাশগুপ্ত অজয়, 'রেল কলোনি' ডি এম লাইব্রেরী, প্রথম সংস্করণ, অগ্রহায়ণ ১৩৫৫,পৃষ্ঠা ২২৭-২২৮।

৪. বিশ্বাস কুমুদ, 'মরিয়ম', সাধারণ পাবলিশার্স, দ্বিতীয় সংস্করণ, আষাঢ় ১৩৬২, পৃ. ৫।

৫. সেনগুপ্ত, অচিন্ত্যকুমার। কল্লোল যুগ। এম.সি সরকার এন্ড সনস প্রাইভেট লিমিটেড, দশম মুদ্রন, শ্রাবণ ১৪১৬, পৃ. ১৬।

৬. বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ। আরণ্যক। মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, দ্বাবিংশ মুদ্রণ, ভাদ্র ১৪১৫, পশ্চাৎ প্রচ্ছদের বিজ্ঞাপন অংশ।

৭. গঙ্গোপাধ্যায়, সুনীল। পূর্ব-পশ্চিম (অখণ্ড সংস্করণ)। আনন্দ, দ্বিতীয় মুদ্রণ, ফেব্রুয়ারি ২০১৩, পৃ. ৩।

৮. বিশ্বাস, মোহিতোষ। উচ্ছিন্ন পরবাস। গ্রন্থ তীর্থ, প্রথম প্রকাশ ১৯৮৩,পৃ. ২৬।

সহায়ক গ্রন্থ:

১. গঙ্গোপাধ্যায় শ্যামল, 'চন্দনেশ্বর জংশন' প্রথম প্রকাশ, আনন্দ, এপ্রিল ১৯৬০।

২. দেবী মহাশ্বেতা, 'অরণ্যের অধিকার 'করুণা প্রকাশনী, ত্রয়োবিংশ মুদ্রণ, অগ্রহায়ণ ১৪১৮।

৩. চৌধুরী প্রদোষ,' সামাজ চিত্রে ভারতীয় রেল' গাঙচিল, দ্বিতীয় সংস্করণ, ডিসেম্বর ২০২০।

৪. চৌধুরী ফখরুল,' উপনিবেশবাদ ও উত্তর ও উপনিবেশিক পাঠ ', আগামী প্রকাশনী, দ্বিতীয় সংস্করণ, ২০১৯।

৫. বন্দ্যোপাধ্যায় সরোজ, 'বাংলা উপন্যাসের কালান্তর' নতুন সাহিত্য ভবন, প্রথম সংস্করণ, শ্রাবণ ১৩৬৮।